কাবা ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী

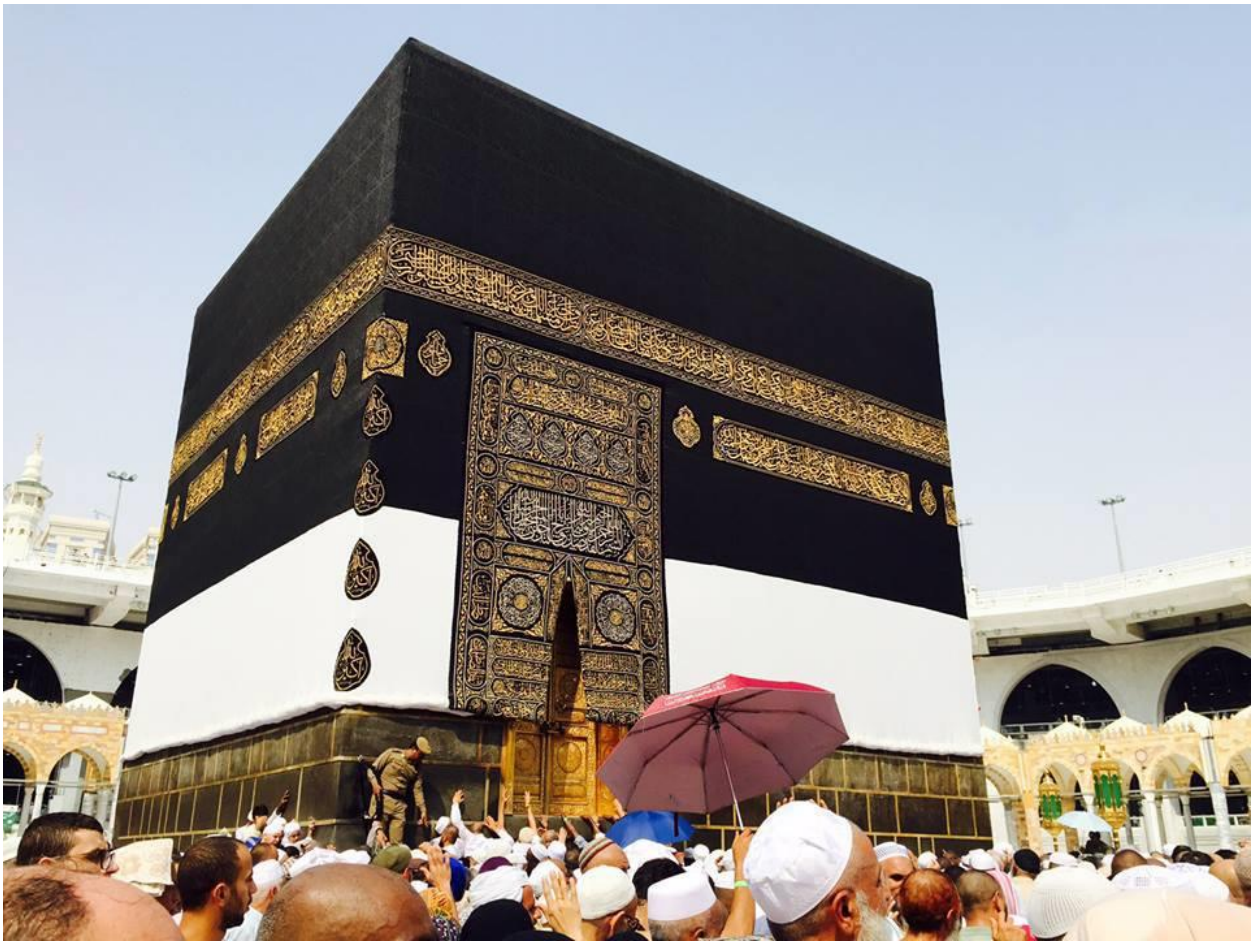

Table of Contents

ভূমিকা 2
ভবিষ্যদ্বাণী 2
ব্যক্তিটি কে? 2
জাহ নিয়ে কিছু অদ্ভুত তথ্য 3
দেখতে কেমন হবে? 5
কিভাবে ধ্বংস করবে? 5
কখন আসবে? 7
প্রশ্ন 10
হাফিয ইবনে হাজার 11
শাইখ ইবনে উসাইমিন [রাহঃ] 12

ভুল ভবিষ্যদ্বাণী..... 12
খারেজিদের পরিকল্পনা..... 15

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং আমরা আমাদের অনিষ্ট ও আমাদের পাপের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান কেউ তাকে বিপথে নিতে পারে না, এবং আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়, তাঁর কোন শরীক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যে [ইসলামের] সংবাদ প্রচার করেছেন ও দায়িত্ব [আল্লাহর] পালন করেছেন, এবং মুসলিম উম্মাহকে নসীহাহ দিয়েছেন ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন যেভাবে তাঁর করা উচিৎ ছিল। এবং তিনি আমাদের মাঝে নেই, সালাত ও সালাম তাঁর জন্য ও সিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর- যার দিবা-রাত্রি একই রকম, ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ তা ত্যাগ করে না।

এই পুস্তিকা লেখার তেমন কোন কারন নেই, শুধু সমস্ত তথ্য একত্র করা হয়েছে। আর এমন কিছু তথ্য আছে যা চিত্তাকর্ষক। আমি নিজে তেমন কোন মন্তব্য করি নি, আলোচনা বা ব্যবচ্ছেদ করতে যাই নি। এসব পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছি। যে হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করি নি, সেগুলো বাদে সকল হাদিস সহীহ, ইনশাআল্লাহ। সকলের নিকট আবেদন, আমার ঈমানবৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করবেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক জানেন।

ভবিষ্যদ্বাণী

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘(কিয়ামতের পূর্বে) কাবা শরিফকে হাবশার (বর্তমানে আবিসিনিয়া) জনৈক ব্যক্তি ধ্বংস করবে, যার পা চিকন হবে। (বুখারি, হাদিস : ১৫৯১)

ব্যক্তিটি কে?

কেউ বলেন সে হবে- জাহজাহ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দিন-রাত শেষ হবে না, যতক্ষণ না জাহজাহ নামক এক কৃতদাস নেতৃত্বে আসবে।"

অপর বর্ণনায়- "জাহজাল"

[মুসলিম]

কেউ কেউ বলেন, যিস সুওয়াইকাতাইন হল জাহজাহ।

আব্দুল্লাহ বিন আমরিবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "হাবশিদেরকে আগেভাগে কিছু করতে যেয়ো না। কারণ, (যিস সুওয়াইকাতাইন) হাবশি ব্যক্তি-ই কাবা ঘর ধ্বংস করে রত্ন-ভাণ্ডার নিয়ে যাবে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : (يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ) "হাবশার একজন ছোট পা বিশিষ্ট লোক কা'বাহ্ ঘর ধ্বংস করবে" অর্থাৎ- হাবশার একজন দুর্বল লোক কা'বাহ্ ঘরের মর্যাদা বিনষ্ট করবে। অথবা ঐ লোকটির নামই হবে যুল্ সুওয়াই কৃতায়ন।

জাহ নিয়ে কিছু অদ্ভুত তথ্য

জাহ হল হিব্রু বাইবেলের ঈশ্বরের প্রকৃত নাম। ১৯৩০ সালে 'রাস্টালজি' নামে বাইবেলের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাপদ্ধতি অনুসারে জামাইকাতে রাস্টাফারি ধর্মের উদ্ভব ঘটে। গবেষকরা একে একেশ্বরবাদী আবরাহামিক ধর্ম বলে, যার ঈশ্বর হল 'জাহ', অনেক সময় '**জাহ জাহ**' দ্বারা তারা ইসরায়েলের ঈশ্বরকে বুঝায়। তারা ইথিওপিয়ার সাবেক রাজা [Haile Selassie] হাইলে সেলাসসি[1]-কে জাহ-র অবতার মনে করে। রাস্টাদের দাবি আফ্রিকান ইহুদীদের ইথিওপিয়াতে জায়গা দেয়া হোক, কারন তা ইহুদীদের প্রতিশ্রুত ভূমি। রাস্টাদের কেউ কেউ মনে করে, সমস্ত আফ্রিকা-ই হল ইথিওপিয়া।[2] তাদের দাবি, বাইবেল ইথিওপিয়ার আমহারিক ভাষায় প্রথম লিখিত হয়েছিল। তারা মনে করে, ইথিওপিয়ায় শান্তি, ন্যায় ও সুখের আবির্ভাবের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস হবে।[3]

---

[1] লিওনারদ হাউলের মত খ্রিস্টান পাদ্রীদের মতে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী হল- হাইলে সেলাসসি ১৯৩০ সালে ইথিওপিয়ার রাজা হবে।

[2] Middleton 2006, p. 163

[3] Clarke 1986, p. 11.

Figure 1: Rastafari man in rastacap

Figure 2:Twelve Tribes of Israel headquarters in Shashamane, Ethiopia

জাহ শব্দটি ওল্ড টেস্টামেন্টে ৫০ বার এসেছে।[4] নিউ টেস্টামেন্টের Revelation 19:1-6 তে জাহ শব্দের উল্লেখ আছে।

জাহ-কে নিয়ে অনেক গান রচনা করা হয়েছে। যেমনঃ

Jah forgive us for forgetting, Oh Jah help us to be forgiving[5]
Every day, I get up and pray to Jah.[6]

এরকম অনেক উদাহরণ উইকিপিডিয়ায় আছে।[7]

দেখতে কেমন হবে?

১. পা চিকন হবে।

২. কালো

৩. দুই উরুর দূরত্ব বেশি হবে।

৪. পায়রে গোছা ছোট।

৫. মাথা টাক হবে।

(আহ্মাদ্ ৩/৩১৫-৩১৬)

অর্থাৎ আমি যেন এখনই তাকে দেখতে পাচ্ছি। লোকটি কালো এবং তার উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা হবে স্বাভাবিকতার চাইতেও বড়ো। সে কা'বা শরীফের পাথরগুলো একটি একটি করে সবই খুলে ফেলবে এবং এমনিভাবেই সে কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে।

কিভাবে ধ্বংস করবে?

১. আগুন দিয়ে

---

[4] 43 times in the Psalms, one in Exodus 15:2; 17:16; Isaiah 12:2; 26:4, and twice in Isaiah 38:11.
[5] Massive Attack's song "A Prayer for England"
[6] Camper Van Beethoven's song "Take the Skinheads Bowling"
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Jah

মাইমুনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঐ সময় তোমাদের অবস্থা হবে, যখন দ্বীনে পরিবর্তন আনা হবে, রক্তপাত করা হবে, চাকচিক্যতা বৃদ্ধি পাবে, উঁচু উঁচু দালান তৈরি হবে, দুই ভাইয়ে মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি হবে, কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, ৭/৬০৩) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৩৭১)

২. কুড়াল-শাবল দিয়ে

(আহ্মাদ্ ১২/১৪-১৫)

অর্থাৎ জনৈক ইথিওপীয় কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে। তার পায়ের জংঘা দু'টি হবে ছোট ছোট। সে কা'বার গিলাফ ও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিবে। রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি যেন তাকে এখনই দেখতে পাচ্ছি। তার মাথায় চুল নেই। হাত-পাগুলো বাঁকা। সে কুড়াল ও শাবল দিয়ে কা'বা শরীফের উপর আঘাত হানবে।

৩. গিলাফ খুলে নেয়া হবে, সৌন্দর্য বিনষ্ট করা হবে।

কখন আসবে?

প্রথম মত, যখন ঈসা [আঃ] বেঁচে থাকবেন, কিন্তু ধ্বংসকারীর নিকট পৌঁছানোর আগেই আল্লাহ মুমিনদের রুহ বাতাস প্রেরণ করে কবয করবেন। শুধু মুশরিকরা বেঁচে থাকবে। তখন যিস সুওয়াইকাতাইন কা'বা ধ্বংস করবে।

দ্বিতীয় মত, ঈসা [আঃ] মারা যাবেন, ইয়াজুজ ও মাজুজও মারা যাবে, আর মুসলিমরা বেঁচে থাকবে ও আবু সাঈদ খুদরী [রাঃ]-এর হাদিস অনুযায়ী মুসলিমরা হাজ্জ পালন করতে থাকবে। একসময় কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না। তখন কাবা ধ্বংস হবে।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী বলেন : এটি সংঘটিত হবে ক্বিয়ামাত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে যখন মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মুসহাফেও তা আর অবশিষ্ট থাকবে না। আর তা হবে 'ঈসা আলায়হিস-সালাম- এর দুনিয়াতে পুনরায় আগমনের পর তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে।

উপরের দুইটি মতের দলিল হল যে, এরপরে কাবা আর পুনঃনির্মাণ করা হবে না।

আরেকটি মত রয়েছে,

মাইমুনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঐ সময় তোমাদের অবস্থা হবে, যখন দ্বীনে পরিবর্তন আনা হবে, রক্তপাত করা হবে, চাকচিক্যতা বৃদ্ধি পাবে, উঁচু উঁচু দালান তৈরি হবে, দুই ভাইয়ে মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি হবে, কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, ৭/৬০৩) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৩৭১)

[৪]

[৪] মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী, কিয়ামাতের আলামত ও বর্ণনা মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন, ১ম খন্ড, অধ্যায় ৭৫, হাদিস ১৯৬, পৃ. ১৬৭, পিস পাবলিকেশন।

বইয়ের প্রচ্ছদে কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে লিখা আছে, আশা করি হাদিস সহীহ।

(আহ্মাদ্ ১৫/৩৫)

অর্থাৎ রুক্ন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে জনৈক ব্যক্তির জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হবে। তখন কা'বা শরীফের অবমাননা একমাত্র মুসলমানরাই করবে। যখন কা'বার অবমাননা করা হবে তখন আর আরবদের ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। অতঃপর ইথিওপীয়রা আসবে। তারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করে দিবে। যার পর আর কখনো কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করা হবে না

এবং তারাই কা'বার সকল রক্ষিত ধন-ভাণ্ডার বের করে নিয়ে যাবে।

পরিচ্ছদঃ ৩০/৩৪. ইমাম মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব

৩/৪০৮৪। সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের একটি খনিজ সম্পদের নিকট পরপর তিনজন খলীফার পুত্র নিহত হবে। তাদের কেউ সেই খনিজ সম্পদ দখল করতে পারবে না। অতঃপর প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকা উড্ডীন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে যে, ইতোপূর্বে কোন জাতি তদ্রূপ করেনি। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কিছু বলেছেনঃ যা আমার মনে নাই। তিনি আরো বলেনঃ তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যোগদান করো। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহ্দী।

ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। ইমাম আলবানী বলেনঃ 'আল্লাহর খলীফা' কথাটি ব্যতীত হাদীছের বাকী অংশ সহীহ।

এ হাদিসে গুপ্তধনের ব্যাখ্যায় আল্লামা সিন্দি (রহ.) বলেন, এর দ্বারা আরবের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এখানে বাহ্যত গুপ্তধন দ্বারা কাবা শরিফের গুপ্তধনই উদ্দেশ্য হওয়া বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বোঝা যায় যে কিয়ামতের আগে ওই কালো পতাকাবাহীরা ইমাম মাহদির সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং মাহদির দলভুক্ত হবেন। (হাশিয়াতুস সিন্দি আলা ইবনে মাজাহ :

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ ''উল্লেখিত হাদীছে যে ধন-ভান্ডারের কথা বলা হয়েছে তা হল কা'বা ঘরের ধন-ভান্ডার। তিনজন খলীফার পুত্র তা দখল করার জন্য ঝগড়া করবে। কেউ তা দখল করতে পারবেনা। সর্বশেষে আখেরী যামানায় পূর্বের কোন একটি দেশ হতে মাহদী আগমণ করবেন। মূর্খ শিয়ারা সামেরার গর্ত হতে ইমাম মাহদী বের হওয়ার যে দাবী করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা আরো দাবী করে যে তিনি গর্তের মাঝে লুকায়িত আছেন। শিয়াদের একটি দল প্রতিদিন সে গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে আপেক্ষা করে। এ ধরণের আরো অনেক হাস্যকর কাল্পনিক ঘটনা বর্ণিত আছে। এসমস্ত কথার পক্ষে কোন দলীল নেই; বরং কুরআন, হাদীছ এবং বিবেক বহির্ভূত কথা। তিনি আরো বলেনঃ পূর্বাঞ্চলের লোকেরা তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর শাসনকে সমর্থন করবে। তাঁরা কালো পতাকাধারী হবেন। মোটকথা আখেরী যামানায় পূর্বদেশ হতে তাঁর বের হওয়া সত্য। কা'বা ঘরের পাশে তাঁর জন্যে বায়আত করা হবে''।[4]

(النهاية/ الفتن و الملاحم (১/২৯-৩০

ব্যক্তিগত ভাবে **আমি** প্রথম দুই মত অধিকতর সঠিক মনে করি। কারন

ঈসা আ. চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। বিশ্বব্যাপী তখন শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়ের জয়-জয়কার হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। ...(দীর্ঘ হাদিসটির শেষে নবীজী বলেন-) চল্লিশ বৎসর সে পৃথিবীতে অবস্থান করে ইন্তেকাল করবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" (মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)

وإنه لعلم الساعة কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা বলেন- "ঈসা নবী অবতরণ করবেন। চল্লিশ বৎসর তিনি জীবিত থাকবেন। ঐ চল্লিশ -চার বৎসরের মত মনে হবে। তিনি হজ্ব করবেন, উমরা পালন করবেন।[9]

যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত কা'বা-র সামনে নিশ্চয়ই হাজ্জ করবেন না? এক্ষেত্রে হাদিসগুলোর মধ্যে আমি এভাবে সমতা করেছি যে, ইমাম মাহাদী যে বছর আসবেন, সে বছর কা'বা ঘরে আগুন লাগবে। [ত্বাবারানী] এরপরে 'আরবদের ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। **অতঃপর** ইথিওপিয়ারা আসবে' [আহমাদ ১৫/৩৫] দ্বারা আমি বুঝেছি যে, দুই ঘটনার মাঝে ব্যবধান থাকবে, তবে *খুবই* সামান্য(যদি আবু হুরায়রা(রা) থেকে বর্ণিত হাদিসটি সহিহ হয়) । আমার সাথে কেউ একমত নাও হতে পারেন, তাতে আমার সমস্যা নেই।

[9] ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরীফী, মহাপ্রলয়, পৃ. ২৬২, উমাইর লুতফর রহমান অনূদিত। আশা করি, হাদিসগুলো সহীহ।

■ প্রশ্নঃ

মক্কা নগরীকে আল্লাহ নিরাপদ ঘোষণা করার পর-ও বায়তুল্লাহ-র বিনাশ কি করে সম্ভব?!! আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন- "তারা কি ভেবে দেখে না যে, আমি একে (মক্কা) নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছি।-" (সুরা আনকাবূত-৬৭)

অন্যত্র বলেছেন- "আর যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।-" (সূরা হজ্ব-২৫)

পৌত্তলিকদের দখলে থাকা সত্তেও আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে আল্লাহ কাবাকে রক্ষা করেছিলেন। তাহলে মুসলমানদের কেবলা হওয়া সত্তেও কেন কাবা ধ্বংস হয়ে যাবে?!!

■ উত্তরঃ

● প্রথমতঃ আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী কাবা ঘর কেয়ামতের অতি পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপেই থাকবে। উপরোক্ত আয়াতে কেয়ামত অবধি সুরক্ষিত থাকার কোন ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়নি; বরং শুধু কোরআন নাযিলের সময় কাবা ঘর নিরাপদ থাকার কথা বলা হয়েছে।

● দ্বিতীয়তঃ কাবা ঘরের নিরাপত্তা ভঙ্গের সংবাদটি স্বয়ং নবী করীম সা.-ই শুনিয়ে গেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কাবার রুকন ও মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া হবে। স্থানীয় লোকেরাই কাবা ঘরের সম্মান নষ্ট করে নিরাপত্তা-হীন করে তুলবে। এমনটি হয়ে গেলে আরবদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশিরা এসে কাবা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে পারবে না। হাবশিরা-ই কাবা-র রত্ন-ভাণ্ডার লুট করবে।" (মুসনাদে আহমদ)

পৌত্তলিকরা কাবা ঘরকে সম্মানের চোখে দেখত। সেখানে কখনো কোন রক্তপাত ঘটতে দিত না। তাই আল্লাহ পাক-ও অভিশপ্ত আবরাহার হস্তি বাহিনী থেকে কাবাকে রক্ষা করেছিলেন।

শেষ জমানায় স্থানীয়রা কাবা ঘরে রক্তপাত শুরু করলে আল্লাহ পাক **হাবশিদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন।**

হাফিয ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারী [৩/ ৪৬১-৪৬২] -তে বলেন,

وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قُرْبَ قِيَامِ السَّاعَةِ حَيْثُ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَقَدْ وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ مِنَ الْقِتَالِ

الأخيرة

وَغَزْوِ أَهْلِ الشَّامِ لَهُ فِي زَمَنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ فِي وَقَائِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَعْظَمِهَا وَقْعَةُ الْقَرَامِطَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ فَقَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَطَافِ مَنْ لَا يُحْصَى كَثْرَةً وَقَلَعُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَحَوَّلُوهُ إِلَى بِلَادِهِمْ ثُمَّ أَعَادُوهُ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ ثُمَّ غزى مرارًا بعد ذَلِك وكل ذَلِك لَا يُعَارض قَوْله تَعَالَى أَو لم يرَوا أَنا جعلنَا حرما آمنا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا وَقَعَ بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَوَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْأَمْنِ الْمَذْكُورِ فِيهَا وَالله أعلم

"এটি কিয়ামাতের ঠিক ঘটবে যখন পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ-কে ডাকবে না। যেমনটা সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কিয়ামাত ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ-ডাকার জন্য কেউ অবশিষ্ট থাকবে। যেহেতু হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরপরে কাবা আর পুনঃনির্মাণ করা হবে না। ইতিপূর্বে শামের লোকেরা ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া-র শাসনামালে আক্রমণ করেছিল, এরপরে আরও অনেক

যুদ্ধ হয়েছে, হিজরী ৩য় শতকের পরে আল-কারামিতাহ। আর তখন অসংখ্য মুসলিমকে হত্যা করা হয়, তারা হাযরে আসওয়াদ নিজ দেশে নিয়ে আসে। এরপরে বহুবার আক্রমণ করা হয়। এসবের কোন কিছুই আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

৬৭. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না, (কিভাবে) আমি (এ মক্কাকে) শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছি, অথচ তার চারপাশে মানুষদের (প্রতিনিয়ত জোর করে) ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; এরপরও কি তারা বাতিলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত অস্বীকার করবে ?
[সূরা আনকাবূত]

কারন এসমস্ত কিছুই মুসলিমদের হাতে হয়েছে, রাসূল [সাঃ] বলেছেন, "তার পরিবার [মুসলিম] ছাড়া কেউ এই ঘরে যুদ্ধের অনুমোদন দেয় না, যদি তারা [মুসলিমরা] আরবদের ক্ষতিসাধন দ্বারা নিজেদের প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, - হাবাশাহ তারা এর জমিন সমতল করেছে আর তা চিরস্থায়ী নয়। তারাই তাদের সম্পদ বিনষ্ট করেছে"। [আবু হুরায়রা কর্তৃক মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত][10] তিনি [সাঃ] যেমন বলেছেন, তেমন-ই ঘটেছে। আর এটা তার নবুওয়াতের দলিল। তাছাড়া উপরের আয়াত এমন কথা বলে না যে, মক্কা আগামীতেও নিরাপদ থাকবে"।

শাইখ ইবনে উসাইমিন] রাহঃ[তার 'শরহে আক্বিদাহ ওয়াসিতিয়াহ' গ্রন্থে বলেন, "হাবাশার ব্যক্তিটি তার সেনাবাহিনী নিয়ে সাগর থেকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত লম্বা সারি তৈরি করবে, সে একটি একটি করে ইট খুলে নিবে। প্রতিটি ইট সে তার পাশের ব্যক্তিকে দিবে, পাশের জন পাশের জনকে দিবে, এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না শেষ ব্যক্তি ইটটি সাগরে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাদের তা করতে দিবেন, যদিও আবরাহাকে আল্লাহ তার হস্তীবাহিনী, সেনা বাহিনী ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ সকলকে কাবা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করেছিলেন, কারন আল্লাহ জানতেন যে একজন রাসূল প্রেরিত হবে, আর মসজিদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার হবে, শুধু কিয়ামাতের আগে নতুন কোন নবী প্রেরিত হবে না। যখন লোকেরা বাইতুল হারামকে গৌরবান্বিত করবে না, আল্লাহ হাবাশাদের কর্তৃত্ব দিবেন"।

ভুল ভবিষ্যদ্বাণী

আজকাল অনলাইনে হিন্দুরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ [সাঃ]-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল। কারন আবু দাউদে এসেছে-

[10] এই হাদিসের অনুবাদে একটু সমস্যা আছে। কারন তা আরবি থেকে ইন্দোনেশিয়ান থেকে ইংলিশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

৪৩০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যতদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে, তোমরাও তাদের ত্যাগ করো। কেননা ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কা'বার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবে না।[৪৩০৮]

হাসান।

[11] তাদের দাবি ইথিওপিয়ার ব্যক্তি *ছাড়া* কেউ যদি কাবা-তে আক্রমণ না-ই করতে পারে, তবে অতীতে কাবা বহুবার ক্ষতিগ্রস্থ কেন হয়েছিল?

মালাউনদের ইলমের অভাব থাকায় তারা এসব দাবি করে। বিভিন্ন ভাবে এর জবাব দেয়া যায়।

১. অতীতে কাবা ঘর কাফির কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় নি। পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, তখন কোন মুসলিম পৃথিবীতে থাকবে না। কাজেই ইথিওপিয়ান ব্যক্তি কাফির হবে।

২. হাযরে আসওয়াদ আবার কাবা-তে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। আর হাদিসে চিরস্থায়ী লুণ্ঠন উদ্দেশ্য। *যদি লুণ্ঠিত মাল ফেরত আনা সম্ভব হয়, তবে এক হিসাবে মাল অলুণ্ঠিত-ই থেকে গেল।* আবরাহাকে আল্লাহ তার হস্তীবাহিনী, সেনা বাহিনী ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ সকলকে কাবা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করেছিলেন, কারন আল্লাহ জানতেন যে একজন রাসূল প্রেরিত হবে, আর মসজিদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার হবে। মুসলিমদের বর্তমানে মুসলিমরা-ই এর মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে। যদি ফিরিয়ে আনতে না পারে, তবে ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল দাবি করা যেত।

৩. অতীতের সমস্ত কিছুই মুসলিমদের হাতে হয়েছে, রাসূল [সাঃ] বলেছেন, "তার পরিবার [মুসলিম] ছাড়া কেউ এই ঘরে যুদ্ধের অনুমোদন দেয় না"। [আবু হুরায়রা কর্তৃক মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত]

৪. হাদিসের উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, ইথিওপিয়ানরা যেভাবে কাবা-কে অপদস্থ করবে, তা আর কেউ করবে না।

৫. কুরআনের প্রতিটি শব্দ অবিকৃত। কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন না।হাদিসের সনদগত পার্থক্যের কারনে ১-২টা শব্দ এদিক-সেদিক হতে পারে। অন্যান্য হাদিসে 'ব্যতীত' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

---

[11] **হাকিম, আহমাদ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ**

والحسن الخفيف ضبطا إذ عدت = رجاله لا كالصحيح اشتهرت

“আর হাসান: যার রাবিগণ দ্বাবতের বিচারে দুর্বল, সহি হাদিস অপেক্ষা তার রাবিগণ কম প্রসিদ্ধ”। অর্থাৎ হাসান হাদিসের রাবিগণ শুধু স্মৃতি শক্তি ও মেধার বিচারে কম প্রসিদ্ধ, তবে আদালতের বিচারে সহি হাদিসের রাবিদের সমকক্ষ। লেখক সহি হাদিস অপেক্ষা হাসান হাদিসের রাবির দ্বাবত দুর্বল হওয়া।[12]

‘নির্ভুল বর্ণনা’র ক্ষমতা বা ‘যাবত’ কিছুটা দুর্বল বলে বুঝা যায়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ ‘রাবী’র বর্ণিত হাদীস ‘হাসান’ বলে গণ্য।[১৭৬]

13

সংজ্ঞা : যে হাদীছের মাঝে হাদীছ ছহীহ হওয়ার ৪টি শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু রাবীর স্মরণশক্তিতে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে ‘হাসান লি-যাতিহী’ বলা হয়।

14

ইব্ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০; ইব্ন হাজার (র) প্রদত্ত সংজ্ঞার সার-সংক্ষেপ এই যে, হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ মুত্তাসিল, রাবীগণ আদালাতসম্পন্ন, তবে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। আর হাদীসটি শায্ও নয়, মু'আল্লালও নয়। উক্ত সংজ্ঞায় স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার শর্তারোপ করে হাসান হাদীসকে সহীহ্ হাদীস থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা সহীহ্ হাদীসের সকল রাবীই পূর্ণমাত্রায় স্মরণশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। – সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

অতীতে প্রতিবারই কাবা পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। যা মেরামতের যোগ্য রয়ে গেছে, তার সম্ভ্রম প্রকৃতপক্ষে অলুণ্ঠিত-ই থেকে গেছে। অন্য হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে যে কা’বা পুনঃনির্মাণ করা হবে না।

---

[12] সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা ও পরিচিতি, ইসলামহাউস।

[13] ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদিসের নামে জালিয়াতি।

[14] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক, মুছত্বালাহুল হাদীছ, নিবরাস প্রকাশনী, পৃ. ৫০।

(আহ্মাদ্ ১৫/৩৫)

অর্থাৎ রুক্ন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে জনৈক ব্যক্তির জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হবে। তখন কা'বা শরীফের অবমাননা একমাত্র মুসলমানরাই করবে। যখন কা'বার অবমাননা করা হবে তখন আর আরবদের ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। অতঃপর ইথিওপীয়রা আসবে। তারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করে দিবে। যার পর আর কখনো কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করা হবে না এবং তারাই কা'বার সকল রক্ষিত ধন-ভাণ্ডার বের করে নিয়ে যাবে।

খারেজিদের পরিকল্পনা

এদিকে আইএস সদস্য আবু তুরাব আল মুগাদ্দাসী বলেছে, "ইনশাআল্লাহ মক্কার পৌত্তলিকদের আমরা হত্যা করব এবং কাবা ধ্বংস করব। লোকেরা' হাযরে আসওয়াদ স্পর্শ করার জন্য সেখানে যায়"আল্লাহর জন্য যায় না ,।[এটা তাদের গুলুহের একটি প্রমান। ফুকাহায়ে কেরামগনের মতে শিরক বা গুনাহের উপকরগুল ধ্বংস করতে হয়।এখন প্রশ্ন হল মানুষজন কি এখানে কাবা বা পাথরের ইবাদত করছে আল্লাহর পরিবর্তে?

আমাদের মনে রাখতে হবে শরীয়ার হুকুম হল নস(দলিল) ভিত্তিক। নসের যুক্তিকে প্রাধান্য দিলে চলবে না,না হলে আমরা গোমরাহ হয়ে যাবো রাসুল(সা) এর যুগে সাহাবায়ে কেরামগনএর মাঝে তাঁর ওযুর পানি ,চুল,, থুতু, ইত্যাদি নিয়ে কারাকারি বেধে যেত।রাসুল (সদা) নিজেই কিসুণ সাহাবিকে তাঁর ওযুর পানি গায়ে মাখতে বলেছিলেন। আর সাহাবায়ে কেরামগন তাঁর বরকত নেওয়ার জন্য তাদের মাঝে কারাকারি বেধে যেত। কলবর বৃদ্ধির ভয়ে হাদিছগুল উল্লেখ করা হল না। ঠিক একই ভাবে যখন তিনি হাযরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন যা একটি বরকতময় পাথর (বিভিন্ন সহিহ হাদিছ দ্বারা প্রমানিত।)তখন মানুসের জন্য তা কিভাবে শিরকের কারন হতে পারে। আর মানুষজন কি একত্রহা বলেছে যে বরকত এই পাথর থেকেই আসে আল্লাহ থেকে নয়? অবশ্যই না। । তাহলে এটি কিভাবে শিরক হয়ে গেল। আর মানুষজন যে শুধু হাযরে আসওয়াদ স্পর্শ করেতেই যায় আল্লাহর জন্য যায় না, তা কিভাবে প্রমান হচ্ছে। তারা কি তাদের অন্তর চিরে দেখেছে ??? আল্লাহ এদের সঠিক বুঝ দান করুন, আমিন।]

এই বিবৃতি সত্য হলে হতেও পারে। তবে অদৌ তাদের হাত থাকবে কিনা তা আল্লাহ ভাল জানেন। আমরা অদৃশ্যের খবর রাখি না। নিচে উক্ত বক্তব্যের কিছু লিংক দেয়া হলঃ

https://apa.az/ http://en.apa.az/news/213369
http://en.apa.az/world-news/cis-countries-news/isis-we-will-ruin-the-kaaba-after-capturing-saudi-arabia.html

https://www.huffingtonpost.com/2014/07/01/isis-destroy-kaaba-mecca_n_5547635.html

কোন ভুল হলে ক্ষমা চাচ্ছি।

আল্লাহ অধিক জানেন।

- অপরিচিত

২০ জুন, ২০১৮।